২.৩ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) (Indian Education Commission 1964-66) :

ভূমিকা :

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এম সি চাগলার উদ্যোগে ড. ডি. এস. কোঠারির নেতৃত্বে ভারতীয় ও অন্যান্য দেশের শিক্ষাবিদদের নিয়ে ভারতবর্ষের শিক্ষা বিষয়ে একটি সঠিক অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। স্বাধীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এটি ছিল তৃতীয় শিক্ষা কমিশন। এটি **ভারতীয় শিক্ষা কমিশন** বা **কোঠারি কমিশন** নামে পরিচিত। ড. ডি. এস. কোঠারি ছিলেন এর সভাপতি। কমিশন ২১ মাস ধরে পরিশ্রম করে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন ''শিক্ষা ও জাতীয় বিকাশ"

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

(Education and National Development) শিরোনামে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী... কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করে। এই প্রতিবেদনে প্রাক্-প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ গবেষণা স্তর এবং সমস্ত ধরনের শিক্ষার কথা ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং লক্ষ্য মাত্রার কথা স্থান পেয়েছে। চারটি বৃহৎ অংশে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে শিক্ষা সমস্যাগুলি আলোচিত হয়েছে এবং সমাধানের পথ দেখানো হয়েছে। কেবল চতুর্থ অংশে কতকগুলি 'Working paper' সংযুক্ত হয়েছে। এই কমিশনের বিশেষত্ব হল এই... এখানে শিক্ষার সর্ব নিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর ও শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছিল।

❖ **২.৩.১ পটভূমি (Background) :**

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে নানা ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়... শিল্পের ক্ষেত্রে নানা নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে জাতীয় আয় বৃদ্ধির নানা উদ্যোগের আয়োজন চলছিল। ভারতবাসীর জীবনযাত্রায় নানা পরিবর্তন সূচিত হওয়ায় শিক্ষা ক্ষেত্রে বহু নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। পাঠ্যসূচিতে নানা পরিবর্তন আনা হলেও শিক্ষার মানের উন্নতি হয়নি। প্রথমদিকে কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা কর্মসংস্থানের কিছু সুযোগসুবিধা লাভ করলেও তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। পররাষ্ট্র নীতিতে ভারত সরকার কর্তৃক অনুসৃত পঞ্চশীল নীতি সাফল্যমণ্ডিত না হওয়ায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তার প্রয়োজন হয়েছিল। চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ায় সামরিক খাতে যথেষ্ট ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সামরিক শিক্ষার ব্যাস্ততর ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্যোগী হতে হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় আরও কিছু নতুন চিন্তা ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটানো প্রয়োজন ছিল। তেমনই প্রয়োজন হয়েছিল পূর্ববর্তী দুটি কমিশনের (রাধাকৃষ্নন কমিশন ও মুদালিয়র কমিশন) সুপারিশগুলির পূর্ণ সমীক্ষা ও পরিবর্তন সাধন। এই জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লাভের উদ্দেশ্যে আরও একটি কমিশন গঠিত হল। এটি কোঠারি কমিশন নামে পরিচিত (১৯৬৪-৬৬)।

দ্বিতীয়ত এটির প্রয়োজন হয়েছিল শিক্ষাব্যবস্থার আন্তজার্তিক মেলবন্ধন তৈরিতে, **তৃতীয়ত** -এর অন্যতম ভিত্তি হল জাতীয় বিকাশে শিক্ষা হল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র, এটা এই কমিশনের মাধ্যমে দৃঢ় বিশ্বাস (Firm belief) তৈরি করা। কমিশনের মতে— "বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষেই ভারতের ভাগ্য নির্মিত হচ্ছে" (The destiny of India is being shaped in her classroom)।

এই কমিশন ১২টি কাজের উপর জোর দিয়েছিল (Task Force) এবং ৭টি দলের (Working Group)-এর নির্বাচন করেছিল, সেগুলি নিম্নরূপ—

❑ বারোটি কাজ হল (Task Force on) :

i. বিদ্যালয় শিক্ষা (School Education)
ii. উচ্চতর শিক্ষা (Higher Education)
iii. কৃষি শিক্ষা (Agriculture Education)
iv. কারিগরি শিক্ষা (Technical Education)
v. বয়স্ক শিক্ষা (Adult Education)
vi. বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা (Science Education and Research)
vii. শিক্ষক-শিক্ষণ (Teacher's Training)
viii. ছাত্র উন্নয়ন (Student Welfare)
ix. নতুন প্রযুক্তি ও কৌশল (New techniques and Methods)
x. মানবশক্তি (Man Power)
xi. শিক্ষাগত পরিকাঠামো (Educational Administration)
xii. অর্থনৈতিক (Educational Finance)

❑ **সাতটি দল হল (Working Groups on) :**

i. নারীশিক্ষা (Women Education)
ii. শিক্ষা ও অনগ্রসর শ্রেণি (Education of backword classes)
iii. বিদ্যালয় উন্নয়ন (School Building)
iv. রাশিবিজ্ঞান (Statistics)
v. বিদ্যালয় ও গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক (School Community Relation)
vi. প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা (Pre-Primary Education)
vii. বিদ্যালয় পাঠক্রম (School Curriculum)

❑ **কমিশনের সদস্যবৃন্দ (Members of the Commission) :**

i. ড. ডি. এস কোঠারি, সভাপতি, ইউ. জি. সি. নতুন দিল্লি।
ii. অধ্যাপক জে. পি. নায়েক,
iii. অধ্যাপক জে. এফ, ম্যাকডুগাল
iv. ড. পি. এন. ক্রিপাল
v. ড. বি. পি. পাল
vi. ড. ভি. এস. ঝাঁ
vii. ড. টি. সেন. Vice-Chancellor of Jadavpur University
viii. ড. এম. ভি. মাফুর
ix. মাননীয় এ. আর. দাউদ,

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

x. মাননীয় আর. এ. গোপালস্বামী
xi. মাননীয় এইচ. এল. এলউইন
xii. অধ্যাপক রজার রেভেল,
xiii. মাননীয় কে. জি. সাঈদেন
xiv. অধ্যাপক সদাতোষ ঝাঁ
xv. অধ্যাপক শুনভোস্কি
xvi. মাননীয় এস. কুমার. পানাধিকর
xvii. মাননীয় এম. জিন. থোমাস।

কোঠারি কমিশন ভারতবর্ষের শিক্ষার সমস্যাগুলিকে অধ্যয়ন এবং একটি ১৬০০ পাতার খসড়া (Report) তৈরি করে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন ভারত সরকারের কাছে জমা দেয়।

কোঠারি কমিশন— শিক্ষার কাঠামো, পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি, বয়স্ক শিক্ষা, নারীশিক্ষা, অনগ্রসর শ্রেণির উন্নতিকল্পে কোঠারি কমিশনের (১৯৬৪-৬৬) অভিমত, শিক্ষায় প্রযুক্তির উপরে গুরুত্ব, জাতীয় শিক্ষায় 'Common School System', সমাজসেবা ও সামাজিক মূল্যবোধ, কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তি শিক্ষা, শিক্ষা ও উৎপাদনশীলতা, শিক্ষা ও আধুনিকীকরণ, স্কুল জট প্রভৃতি বিষয়ে যেসব প্রয়োজনীয় সুপারিশ করেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল—

❖ ২.৩.২ কোঠারি কমিশনের উদ্দেশ্য (Objective of Kothari Commission):

❑ জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য (Objectives of National Education) :

কমিশন মনে করে আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হবে যা ভারতীয় মূল্যবোধ ও কৃষ্টির উপর গড়ে উঠবে এবং আধুনিক সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সমর্থ হবে।

কমিশনের মতে শিক্ষাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে শিক্ষা জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়, উৎপাদন বাড়ে, সামাজিক ও জাতীয় সংহতি অর্জন করা যায়। আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত হয় এবং সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয় (Related to life, accelerate the process of modernization, cultivate social, moral and spiritual values)।

শিক্ষা হল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাধ্যম যা সামাজিক, আর্থিক এবং কৃষ্টিগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনসাধন করতে হবে যাতে স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়বিচারের উপর ভিত্তি করে একটি নতুন সমাজ গড়ে উঠতে পারে (The entire educational system has to be revolutionized to create a new social order based on freedom, equality and justice)।

❑ নতুন সমাজের বিন্যাস (New Social Orders) :

স্বাধীনতা, সাম্য এবং ন্যায়বিচার-এর উপর ভিত্তি করে নতুন সামাজিক বিন্যাস সৃষ্টি করা এই কমিশনের আর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। শিক্ষার পুনরায়োজন (re-organization of education) এর মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যগুলিকে অর্জন করতে হলে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে পূরণ করতে হবে—

(i) গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার অর্জন (Adaptation of secular democracy)

(ii) নিরক্ষরতা দূরীকরণ (Eradication of illiteracy)।

(iii) সবার জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত আদর্শ জীবনযাপন (Ensuring a reasonalde standard of living for all)।

(iv) শিল্পের দ্রুত বিকাশ (Rapid development of industries)।

(v) সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠন (Establishment of socialistic society)।

❑ **সর্বস্তরে গুণগত ও পরিমাণগত শিক্ষা** (Qualitative and quantitative education all sphere) :

শিক্ষার এই অবস্থাকে পূর্ণরূপ দেওয়ার জন্য শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও শিক্ষায় পরিমাণগত সম্প্রসারণ খুবই জরুরি। তাই এই কমিশন শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ করবে।

পাঠক্রমের বৈচিত্র্য ও বেকারত্বের সমস্যাকে দূরীকরণ/সমাধান করার জন্য আমাদের প্রথম কাজ হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা সুনিশ্চিত করা।

❑ **শিক্ষার সমগ্র দিকগুলির সার্ভে করা** (Survey the entire field of education) :

এই কমিশনের আর একটি অন্যতম লক্ষ্য হল শিক্ষার সমগ্র দিকগুলির সার্ভে করা এবং ব্যাপকভাবে সুপারিশের পথ দেখানো।

❑ **বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও অভিজ্ঞতা অর্জন** (Gain experiences and knowledge of the world) :

এই কমিশনের আর একটি অন্যতম লক্ষ্য হল বিশ্বের অগ্রবর্তী দেশের শিক্ষাবিদ, ছাত্রদের (Scholar) অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান অর্জন করা। আর এই উদ্দেশ্যে এই শিক্ষা কমিশনকে সাহায্য করার জন্য ইংল্যান্ড, জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া এবং ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে শিক্ষাবিদদের আমন্ত্রণ জানানো।

❑ **জাতীয় বিকাশ** (National Development) :

শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় বিকাশকে অর্জন করা এই কমিশনের লক্ষ্য। আর এই উদ্দেশ্যে কমিশন বিজ্ঞান শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর বেশি জোর দেবার কথা বলেছে।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

❖ ২.৩.৩ শিক্ষার কাঠামো (Structure of Education) :

কমিশন বিদ্যালয় এবং কলেজে শিক্ষার গঠন ও শিক্ষাদানের মানকে বাড়িয়ে তোলার জ কিছু সুপারিশের কথা বলেন—

(i) সাধারণ শিক্ষাকে ১০ বছর শিক্ষাকালের মধ্যে রাখতে হবে (৪ বছর নিম্ন-প্রাথমি ৩ বছরের উচ্চ-প্রাথমিক এবং ৩ বছরের নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা)।

(ii) প্রথম শ্রেণিতে (Class-I) ভরতির বয়স ৬ বছরের কমে হবে না।

(iii) সার্বিক শিক্ষা কাঠামোটি হবে ১০+২+৩+২।

(iv) উচ্চ শিক্ষার স্তরে ৩ বছরের বা তার চেয়ে বেশি সময়ের শিক্ষান্তে প্রথম ডি লাভের শিক্ষা।

(v) দু'ধরনের বিদ্যালয় হবে—(a) একটি হাই স্কুলে ১০ বছরের শিক্ষা দেওয়া হবে (b) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় যেখানে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ানো হবে।

❖ ২.৩.৪ পাঠক্রম (Curriculum) :

কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী প্রথম ১০ বছরের সাধারণধর্মী পাঠক্রম (Common Curriculum) এবং তারপর ২ বছরের বিশেষধর্মী পাঠ্যক্রম (Special Curriculum) নির্ধারিত হয় (There would be a single curriculum stream from class I to X and there could be no streaming or specialization in this general course. এই পাঠক্রমে ১০ বৎসর ব্যাপী সাধারণধর্মী জ্ঞান আহরণ সকল শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যি করা হয়। এই সময়ের মধ্যে তাদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে এ যথাযথ নির্দেশনার সাহায্যে সে ভবিষ্যতে কোন্ বিষয়টি নির্বাচন করবে তা বুঝতে পারে

❑ (i) **নিম্ন-প্রাথমিক স্তর** (Lower primary stage I-IV) :

- মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা (Mother tongue or regional language)
- গণিত (Mathematics)
- বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান (Scientific and Social Studies)
- সৃষ্টিধর্মী কার্যকলাপ (Creative activities)
- কর্ম অভিজ্ঞতা ও সামাজিক পরিষেবা (Work Experience and Social Service
- স্বাস্থ্য শিক্ষা (Health Education)

❑ (ii) **উচ্চ-প্রাথমিক স্তর** (Higer Primary Stage V-VIII) :

- দুটি ভাষা—মাতৃভাষা এবং হিন্দি অথবা ইংরেজি
- গণিত
- সামাজিক বিজ্ঞান

- বিজ্ঞান
- কলা
- কর্মশিক্ষা
- শারীরশিক্ষা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

পাঠক্রম ধীরে ধীরে বিস্তৃত করা হবে। এই স্তরে মাতৃভাষার সঙ্গে দ্বিতীয় আর একটি ভাষা প্রবর্তন হবে। কমিশন মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই স্তরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর উন্নত ধরনের পাঠক্রম (Enrichment Programme) রচনার কথা বলেছে।

Lower Primary : পাঠ্যক্রম সহজ সরল হবে। শিক্ষার্থী ভাষা, অঙ্কের প্রাথমিক জ্ঞান এবং পরিবেশ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করবে। তার লেখা ও পড়ার ক্ষমতা বিকাশের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। সে গঠনমূলক ও সৃষ্টিধর্মী কাজে অংশগ্রহণ করবে এবং স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি পালন করতে শিখবে। প্রথম চার বছরের শিক্ষায় মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা-শিক্ষা দেওয়া হবে না।

❑ (iii) **নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর** (Lower Secondary Stage VIII-X) :

এই স্তরে শিক্ষণীয় বিষয় গভীরতম ও কঠিনতর হবে। তৃতীয় ভাষাকে আবশ্যিকরূপে পাঠ্যক্রমে স্থান দিতে হবে। কোঠারি কমিশন নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে নিম্নলিখিত পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছে—

- তিনটি ভাষা (মাতৃভাষা, হিন্দি, ইংরেজি এবং একটি প্রাচীন ভাষা অতিরিক্ত ঐচ্ছিক পাঠ্য হিসেবে নেওয়া যেতে পারে)
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা
- কারুশিল্প
- কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতা (Work Experience)
- সমাজসেবা (Social Service)
- শারীরশিক্ষা
- আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা।

❑ (iv) **উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর** (Higher Secondary Stage XI-XII) :

দশ বছর বিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষে শিক্ষার্থী প্রথম বহিঃপরীক্ষা (External Examination) দেবে, তারপর শিক্ষার্থীর আগ্রহ এবং যোগ্যতা বিবেচনা করে তাকে যথাযথ পরিচালনা ও পরামর্শ দিতে হবে যাতে সে ভবিষ্যৎ জীবনে শিক্ষার বিষয়টি বেছে নিতে পারে।

এই স্তরে ব্যাপক বহুমুখী শিক্ষা বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আশা করা যায়, শ্রেণির শিক্ষার শেষে ৫০% শিক্ষার্থী পূর্ণ বা আংশিক সময়ের জন্য বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণ করবে। অবশিষ্ট ৫০% সাধারণ শিক্ষা (General education) নেবে।

সাধারণ শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয় থেকে পছন্দ মতো যে-কোনো তিনটি বিষয় নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা করতে পারবে। প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রম নমণীয় ও শিক্ষার্থীর বিষয় গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে। যেমন—বিজ্ঞান পাঠে আগ্রহী ছাত্র পদার্থবিদ্যা, রসায়নের সঙ্গে মনস্তত্ত্ব অথবা তর্কশাস্ত্র নিয়ে পড়তে পারবে।

কমিশন দু'বছরের উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনার একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া দিয়েছে।

a. যেকোনো দুটি ভাষা (Modern Indian Language or Foreign Language)

b. নীচের যে-কোনো তিনটি বিষয়—

- একটি অতিরিক্ত ভাষা
- ইতিহাস
- ভূগোল
- অর্থশাস্ত্র
- তর্কশাস্ত্র
- মনস্তত্ত্ব
- সমাজবিদ্যা
- শিল্প
- রসায়ন
- গণিত
- প্রাণীবিদ্যা
- ভূবিদ্যা (Geology)
- গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

c. কর্ম অভিজ্ঞতা

d. শারীরশিক্ষা

e. কলা অথবা শিল্প

f. নৈতিক, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ শিক্ষা।

❖ ২.৩.৫ শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching of Methods) :

কমিশন শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন—

(i) শিক্ষণ পদ্ধতিতে গতিশীলতা ও পরিবর্তন আনতে হলে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে।

(ii) শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করতে হবে। এ-ব্যাপারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রশিক্ষণগুলিকে দায়িত্ব নিতে হবে।

(iii) নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে অভিভাবকদের আস্থা অর্জন করতে হবে।

(iv) যে শিক্ষক নতুনভাবে কোনো পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করতে চান তাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক উপকরণ দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে।

❖ ২.৩.৬ বয়স্কশিক্ষা (Adult Education) :

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এম. সি. চাগলারের উদ্যোগে ড. ডি. এস. কোঠারির নেতৃত্বে দেশীয় এবং অন্যান্য দেশের শিক্ষাবিদদের নিয়ে গঠিত ভারতবর্ষের শিক্ষার বিষয়ে একটি সার্বিক অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে যে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়, উক্ত কমিশন "Education and National Development" এই শিরোনামে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে একটি রিপোর্ট দাখিল করে। এই রিপোর্টে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ গবেষণার স্তর এবং সমস্ত ধরনের শিক্ষার কথা ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং লক্ষ্যমাত্রার কথা স্থান পেয়েছে। স্বাভাবিক বয়স্ক শিক্ষা পরিকল্পনা বিষয় আলোচনাও এতে স্থান করে নিয়েছে। কমিশন এ বিষয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ রেখেছে।

বয়স্ক নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬) এ দেশ থেকে অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা ও সম্ভাব্য সকলরকম পদক্ষেপ গ্রহণের কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করে। আগামি কুড়ি বছর সময়কালের মধ্যেই ভারতের প্রতিটি অংশ/অঞ্চল থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সমস্ত রকম গ্রহণীয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয় এই কমিশনের সুপারিশের মধ্যে। কমিশন আর্জি জানিয়ে বলে যে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৬০ শতাংশ করে তুলতে হবে। আর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পৌঁছতে হবে ৮০ শতাংশ সাক্ষরের লক্ষ্য মাত্রায়। নানান পর্বে বিভক্ত কর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ণের মাধ্যমে এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার কথা বলা হয়। এই নিরক্ষরতার বিকাশ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে যেসমস্ত কর্মসূচি গ্রহণের কথা বলা হয়, সেগুলি হল যথাক্রমে—

(i) ৬-১১ বছর বয়সি বালক বালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক পাঁচ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষাদান কর্মসূচি।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

(ii) ১১-১৪ বছর বয়সি শিক্ষার্থীদের জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
(iii) পনেরো থেকে তিরিশ (১৫-৩০) বছর বয়সি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য আংশিক সম... সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমুখী বা জীবিকামুখী শিক্ষার আয়োজন করা।
(iv) এই সঙ্গে চলবে সাক্ষরতার প্রসার প্রচার অভিযান। ছোটো বড়ো নানাভাবে, ... ক্ষেত্রে, নানা পরিসরে, বাছাই করা ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট কোনো বয়স্ক দলের ... উপযোগী শিক্ষার মাধ্যমে এই সাক্ষরতার প্রসার কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা ... সহজে চিহ্নিত করা সম্ভব, নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং প্রেষণা সৃষ্টি করা সম্ভব ... নির্দিষ্ট কোনো বয়স্ক দলের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
(v) সমস্ত বৃহৎ বাণিজ্যিক বা শিল্প উদ্যোগসমূহের মালিকদের উপর দায়িত্ব অর্পণ ... হবে, প্রয়োজন হলে আইন তৈরি করে তাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হবে, যে ... নিজ নিজ উদ্যোগক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে আগামী তিন বছর সময় ... মধ্যে কার্যকরী সাক্ষরতা প্রসারে যেন অবশ্যই উদ্যোগী হন।
(vi) ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সি যেসমস্ত বালকবালিকা, যারা নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যাল... পাঠ সম্পূর্ণ করার আগেই স্কুল ছেড়েছে তাদের জন্য এক বছরের বাধ্যতা... শিক্ষা দান কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। আংশিক সময়ের শিক্ষার আয়োজনের মা... এটা করা হবে।
(vii) উচ্চতর প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক এবং বৃত্তিমুখী শিক্ষাদা... বিদ্যালয়গুলির ও কলেজিয় শিক্ষা স্তরের ছাত্রছাত্রীদের বাধ্যতামূলক জাতীয় ... প্রকল্পের আওতায় একজন বয়স্ক মানুষের শিক্ষার ভার নিতে বলা হবে। স... ধরনের বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদের এই কাজে অংশগ্রহণ করানো হবে। প্র... শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানই একটি কমিউনিটি কেন্দ্র হিসেবে সামাজিক দায়িত্ব পাল... কাজে যুক্ত হবে।
(viii) ১৯৬৪-৬৬ খ্রিস্টাব্দের কোঠারি কমিশনের বক্তব্য অনুযায়ী একটি গণতন্ত্র ক... শিক্ষা প্রকল্পের কাজ হবে— প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিককে তার নিজস্ব রুচি, প... সামর্থ্য, চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা। শিক্ষার মাধ্যমে সে তার ব্যক্তি... উন্নয়ন ও পেশাগত দক্ষতার উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হবে এবং সামাজিক ও রাজনৈ... জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
(ix) কমিশন বয়স্কশিক্ষা পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য একটি প্রশাসনিক সংগঠনের সুপারি... করে। এই জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা পর্ষদ (A National Board of Adult Educati... গঠন করে এই কাজটি সম্পন্ন করার কথা বলা হয়। যে পর্ষদে অন্যান্য স... মন্ত্রকের মন্ত্রীরা প্রতিনিধি হিসেবে থাকবেন, এই পর্ষদটির কাজ হবে কেন্দ্র ও রাজ্যে... সরকারগুলিকে বয়স্ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রদান ক...

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

(x) কমিশন আরও অভিমত প্রকাশ করে যে, ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, এই বয়স্ক শিক্ষা ক্ষেত্রে আরও বৃহত্তর ভূমিকা পালনে ও দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসবে। সতর্কতার সঙ্গে বয়স্ক শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় একটি করে বয়স্ক শিক্ষাপর্ষদ (A board of Adult education) গঠন করবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগ থেকেই যে পর্ষদে প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

❖ ২.৩.৭ নারীশিক্ষা (Women Education) :

কোঠারি কমিশনের পূর্বে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় নারী শিক্ষা পরিষদ, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে হংস মেহেতা কমিটি এবং ভক্তাবৎসলম কমিটি নারীশিক্ষা সম্বন্ধে নানা সুপারিশ করে। কোঠারি কমিশনও গঠিত তিনটি কমিটির সুপারিশগুলির সঙ্গে একমত হন এবং উক্ত কমিটির নির্দেশগুলি অনুসরণ করে প্রত্যেক রাজ্যে ব্যাপকভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য কোঠারি কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশগুলি করে থাকে—

(i) আগামী কয়েক বছর মেয়েদের শিক্ষার কর্মসূচির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে ও স্ত্রী পুরুষের শিক্ষার পার্থক্য যথাসম্ভব কম সময়ে কমিয়ে আনতে হবে।

(ii) কেন্দ্রে ও রাজ্যে উভয় ক্ষেত্রেই বালিকা ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ সংস্থা স্থাপন করতে হবে।

(iii) মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ কতকগুলি পরিকল্পনা নিতে হবে এবং এগুলিকে গুরুত্ব অনুসারে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে।

(iv) মেয়েরা যাতে বাইরে চাকুরি পায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(v) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অনুপাত ১:৪। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষিতা মহিলার চাহিদা বিবেচনা করে ওই অনুপাতকে বৃদ্ধি করে ১:৩ করতে হবে। এর জন্য মেয়েদের বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ও হোস্টেলের ব্যবস্থা করতে হবে।

(vi) স্থানীয় চাহিদা অনুসারে মেয়েদের জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। স্নাতকোত্তর স্তরে মেয়েদের পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। একই সঙ্গে ছেলেমেয়েরা পড়বে।

(vii) মেয়েদের আংশিক সময়ের কাজের পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা দিতে হবে।

(viii) বিয়ের বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের জন্য পূর্ণকালীন চাকুরির ব্যবস্থা করতে হবে।

(ix) মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(x) মেয়েদের থাকার জন্য ছাত্রী-নিবাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

(xi) মেয়েদের জন্য অংশকালীন ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার আয়োজন করতে হবে।

(xii) ছেলেমেয়েদের পাঠক্রমের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হবে না।

(xiii) বিজ্ঞান, কারিগরি ও কলাবিভাগের মেয়েদের ভরতির সুযোগ দিতে হবে।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

(xiv) মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্যবিদ্যা, নার্সিং শিক্ষা, সমাজসেবা ইত্যাদি বিষয় পড়া ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে এবং পাঠক্রমকে উন্নত করতে হবে। মেয়েদের জ প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থা বিষয়ে পড়বার সুযোগ করে দিতে হবে।

(xv) মেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ সৃ করতে হবে।

(xvi) মেয়েদের জন্য সংগীত ও চারুকলার আরও ব্যাপক সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

(xvii) মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে বিশে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। এই সংস্থা স্ত্রী শিক্ষার পরিকল্পনা করবে এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করবে।

(xviii) বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের শিক্ষায় মেয়েদের উৎসাহ দিতে হবে।

(xix) মেয়েদের ঐচ্ছিক বিষয়রূপে গৃহবিজ্ঞানের পাশাপাশি ওই বিষয়টির নির্বাচন মেয়েদে ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হবে না।

(xx) মেয়েরা যাতে সাংসারিক কাজকর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে আংশিক অথবা পূর্ণ সময়ে জন্য কাজের সুযোগ পায় সেদিকে নজর দেওয়া হবে। শিক্ষকতা, নার্সিং, সমাজসে ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে মেয়েদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

❖ ২.৩.৮ অনগ্রসর শ্রেণির উন্নতিকল্পে কোঠারি কমিশনের (১৯৬৪-৬৬) অভিম (Recommendations on Development of Backword Classes) :

ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশ তপশিলি সম্প্রদায় এবং তপশিলি উপজাতি মানুষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিক্ষার ব্যাপারে এরা সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষদে চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। তাই কোঠারি কমিশন এই সম্প্রদায় দুটির শিক্ষা প্রসারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তপশিলি সম্প্রদায় এবং তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নতিকল্পে কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছে—

(i) তপশিলি সম্প্রদায়গুলি শিক্ষার ব্যাপারে যেসব সুযোগসুবিধা বর্তমানে পাচ্ছে সেগুলি বহাল থাকবে এবং এইসব সুবিধা আরও বাড়াতে হবে।

(ii) প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণির জন্য সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। জনবিরল অঞ্চলগুলিতে বহুসংখ্যক আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার।

(iii) উপজাতিদের মধ্যে যাতে উচ্চ-প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ঘটে তার জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট হতে হবে।

(iv) অনুন্নত শ্রেণির ছেলেমেয়েদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা এবং বিশেষ কোচিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

(v) বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে উপজাতি ছাত্রদের জন্য স্কলারশিপ আরও বাড়াতে হবে।

(vi) শিক্ষার প্রসার ত্বরান্বিত করার জন্য উপজাতিদের ভাষায় শিক্ষাপোকরণ তৈরি করতে হবে।

শিক্ষা-ব্যবস্থাকে দেশরক্ষামূলক সামরিক ব্যবস্থার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হলে অর্থসংকটের জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনাকে স্থগিত রাখার প্রশ্ন উঠবে না। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারকে নানারকমের প্রচারের সাহায্যে নতুন শিক্ষা পরিকল্পনাকে অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করে তুলতে হবে।

❖ ২.৩.৯ শিক্ষায় প্রযুক্তির উপরে গুরুত্ব (Importance of Technology in Education):

কোঠারি কমিশন আধুনিক ভারতের নতুন অর্থনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে শিক্ষা-পরিকল্পনার সংযুক্তি ও সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছেন। শিক্ষা-দর্শনের লক্ষ্য যতই প্রগতিশীল হোক-না কেন, শিক্ষা লাভের দ্বারা উপজীবিকা অর্জনে যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে না পারলে সে শিক্ষা জাতীয় জীবনে ফলপ্রসূ হবে না। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে জাতীয় শিক্ষার চরম অপচয় হবে। তাই কমিশন শিক্ষায় প্রযুক্তির উপরে খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছে।

কেবলমাত্র বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই চলবে না, প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারের উপরে এমন গুরুত্ব দিতে হবে যে, জীবিকা-অর্জনে কেউই যেন ব্যর্থ না হয়। এই বিষয়ে কোঠারি কমিশন কয়েকটি বিশেষ সুপারিশ করেছে—

(i) সর্বস্তরের শিক্ষাতে গণিত ও বিজ্ঞানের প্রাধান্য রাখতে হবে।

(ii) নতুন নতুন শিল্প উৎপাদনের জন্য বিশেষ ধরনের কারিগরি শিক্ষা মাধ্যমিক স্তর থেকেই শুরু করতে হবে।

(iii) ৭ম বা ৮ম মান পর্যন্ত অধ্যয়নের পরে যেসকল ছেলেমেয়েরা আর লেখাপড়া করতে পারেনি তাদের জন্য হয় 'full time' (পুরো সময়ের) না হয় 'Part time' (আংশিক সময়ের) বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই বৃত্তি শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের 'কোর্স'-এর প্রবর্তন করতে হবে।

(iv) কেন্দ্রীয় সরকারকে বৃত্তিশিক্ষা পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকারকে অতিরিক্ত টাকা মঞ্জুর করতে হবে।

(v) কাজের অভিজ্ঞতা বা 'Work Experience'-এর শিক্ষা না হলে নতুন সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে না। ছোটো ছোটো হাতের কাজ দিয়ে প্রাথমিক স্তরে যে শিক্ষা শুরু হবে তাকেই ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করে ক্ষেত-খামারে, শিল্প-বাণিজ্য সংস্থায় উপযুক্ত কর্ম-পরিচালনার দক্ষতায় পরিণত করতে হবে। প্রত্যেকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে এক একটি 'Workshop' সংযুক্ত করা প্রয়োজন। স্থানীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করে সেগুলিকে শিল্পে পরিণত করার শিক্ষা দিতে হবে। বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাও প্রস্তুত করতে হবে।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

❖ ২.৩.১০ জাতীয় শিক্ষায় 'Common School System' (Common Sch System in Nationnal Education) :

শ্রেণি-বৈষম্য লোপ করে জাতীয় শিক্ষাকে সমাজতান্ত্রিক পথে গড়ে তুলতে হলে সর্বস্ত ভারতবাসীর জন্য এক 'Common School System' (একই ধরনের স্কুল ব্যবস্থা) গ তোলার সুপারিশ কোঠারি কমিশন করেছে। এই 'কমন স্কুল' বা সাধারণ বিদ্যালয়ে 'বিত্ত ও বিত্তহীনের সমান অধিকার থাকবে। সকলের জন্য এই বিদ্যালয়ের দ্বার খোলা থাক

❑ **নিম্নলিখিত পরিকল্পনায় এই সকল বিদ্যালয় কাজ করবে—**

(i) প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য একরকম বেতনের হার নির্দিষ্ট করা হ বর্তমানে সরকারি, বে-সরকারি অনুমোদিত এবং পাবলিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা বেতনের হারে পার্থক্য থাকায় শিক্ষকদের মধ্যেও শ্রেণি-বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে।

(ii) পরিকল্পনা মতো প্রত্যেকটি বিদ্যালয়কে অবৈতনিক করা হবে।

(iii) বিদ্যালয় গৃহ, ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি, কমন রুম, খেলার মাঠ, সাজ-সরঞ্জ আসবাবপত্র প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় একটি নির্দিষ্ট মান স্থির করতে পার বিদ্যালয়ের মধ্যে আর শ্রেণি-বৈষম্য থাকবে না এবং প্রত্যেকটি বিদ্যালয় ভালোভা কাজ করতে পারবে।

(iv) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তর থেকে কাজ শুরু করা হবে। বর্তমানে ধনী ব্যক্তিরা তাঁ ছেলেমেয়েদের সাধারণ বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে ব্যয়-বহুল পাবলিক স্কুলে বা অভিজা সম্প্রদায় পরিচালিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করেন। উন্নত মানের 'Comm School' গড়ে তুলে সকল ছেলেমেয়েকে একই ধরনের বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযে করে দিতে পারলে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক করা সম্ভব হবে।

❖ ২.৩.১১ সমাজসেবা ও সামাজিক মূল্যবোধ (Social Services and Social Values)

সমাজকে ভালোবাসতে না শিখলে জাতি ও দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জন্মায় ন সমাজের সঙ্গে জাতির এক সুগভীর সম্বন্ধ। সমাজের উন্নতি করতে হবে, সমাজের আদ ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নিজেকে বড়ো করতে হবে, এই সামাজিক মূল্যবোধের ফ সমাজসেবায় উৎসাহ আসবে এবং জাতিকে বড়ো করার জন্য আত্মোৎসর্গের প্রেরণা আসবে

সমাজ ও জাতীয় সংহতিবিধানের সবরকম ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির মাধ্যমে কর হবে। মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সকল ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূল কিছু কিছু সামাজিক কাজ করতে হবে। বিদ্যালয়ের সময়-তালিকার মধ্যে এই সব কাজ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সমাজ সেবার বিভিন্ন কাজ যেমন—নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা, শারীরশিক্ষা প্রভৃতির জন্য বিদ্যালয়ের সময়-তালিকায় যেমন ব্যবস

থাকবে তেমনই বড়ো বড়ো ছুটিতে কোনো কোনো অঞ্চল বিশেষে কোনো পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

❑ **সামাজিক কাজকর্মের জন্য কমিশনের কতকগুলি নির্দিষ্ট সুপারিশ রয়েছে—**

(i) নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মোট ৩০ দিন অথবা বছরে ১০ দিন; উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মোট ২০ দিন অথবা বছরে ১০ দিন এবং প্রাক্-স্নাতক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মোট ৬০ দিন অথবা ভাগ ভাগ করে বছরে ২০ দিন বিদ্যালয়ের সময়-তালিকায় সামাজিক কাজকর্মের ব্যবস্থা করা হবে।

(ii) প্রতিটি জেলায় বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান নিয়ে কিছু কিছু শ্রম-শিবির ও সমাজশিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা সেখানে শ্রম দান করে নানা সমাজসেবামূলক কাজে নিযুক্ত হবে।

(iii) প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে এনসিসি বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। প্রাক্স্নাতক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অন্ততপক্ষে বছরে ৬০ দিন এনসিসি-র কাজ করার জন্য একটি স্থায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

(iv) সামাজিক কাজকর্মের জন্য যে কর্মসূচি গৃহীত হবে তাকে অন্ততপক্ষে প্রথমে শতকরা ৫টি নির্বাচিত জেলায় রূপায়ণের ব্যবস্থা করা হবে।

❑ **শারীরশিক্ষা :**

(i) শারীরশিক্ষার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শরীর সুস্থ থাকলে মনের প্রসারতা বাড়বে এবং চরিত্রের উন্নতি হবে।

(ii) শিশু-মনস্তত্ত্ব অনুসারে শিক্ষার্থীর শরীরচর্চার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না হলে ছাত্রছাত্রীদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সম্ভব হবে না।

❑ **বিদ্যালয়ে নৈতিক ও অধ্যাত্ম শিক্ষা :**

(i) বিদ্যালয়ে নৈতিক ও অধ্যাত্ম শিক্ষার উপযুক্ত কর্মসূচি প্রবর্তন করতে হবে। কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের শিক্ষা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা উচিত হবে না। সর্বধর্মের তত্ত্বানুসন্ধান করে কয়েকটি মৌল নীতি সংগৃহীত হবে এবং তাদের সাহায্যে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও অধ্যাত্ম জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। রাধাকৃষ্নন কমিশনের সুপারিশগুলিও এধরনের ছিল।

(ii) বিদ্যালয়ে প্রতি সপ্তাহে অন্ততপক্ষে দুটি ঘণ্টা নৈতিক ও অধ্যাত্ম শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করা হবে। মনে রাখতে হবে যে, এই শিক্ষা যেন গভীর ও ব্যাপক হয়। শিক্ষার আলো যেন শিক্ষার্থীর মর্মস্থলে পৌঁছে তার জীবনকে আলোকিত করে তোলে। নৈতিক ও অধ্যাত্ম শিক্ষাকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তবে শিক্ষার্থী যেন

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

কোনো সময়েই মনে না করে যে এটি একটি পৃথক শিক্ষা এবং বিদ্যালয়ের অন্য পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই।

(iii) নৈতিক ও অধ্যাত্ম শিক্ষাদানের জন্য পৃথকভাবে কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করার প্রয়োজন নেই। নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত ব্যক্তির উপরে এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় শিক্ষক প্রস্তুতির বিষয়ে লক্ষ দিতে পারেন।

(iv) মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্মদর্শন শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। রাধাকৃষ্নন কমিশনও এরকম সুপারিশ করেছিল।

❖ ২.৩.১২ কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তি শিক্ষা (Technical Education and Vocational Education) :

উৎপাদনমূলক কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার সম্প্রসারণের কথা কোঠারি কমিশন আগাগোড়াই বলে এসেছে। এই প্রসঙ্গে কমিশনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হল যে প্রাথমিকোত্তর স্তর থেকে শিক্ষার সর্বস্তরে কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে মোট ছাত্র সংখ্যার অন্তত বিশ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে (১৯৮৬) উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি) মোট ছাত্রসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে আংশিক বা পুরো সময়ের বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে, যাতে এই শিক্ষা লাভের পরেই সরাসরি তারা কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারে। শিল্পপ্রধান শহরাঞ্চলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুরূপ পলিটেক্‌নিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে কৃষি-বিদ্যালয় ও কৃষিভিত্তিক শিল্প-বিদ্যালয়ের প্রথম দু বছরে গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে এবং শিল্প মনস্তত্ত্ব, শিল্প-ব্যবস্থাপনার শিক্ষা, Costing and Estimating শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকবে। বাণিজ্য বিষয়ক এবং ক্ষুদ্রশিল্প সম্পর্কিত শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুলগুলিকে টেকনিক্যাল হাই স্কুলে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে স্থানীয় কারিগরি বিদ্যালয়গুলির প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করতে হবে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি সংযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশে যে সকল পলিটেকনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হবে সে সকল বিদ্যালয়ে প্রয়োজনভিত্তিক কিছু কিছু বিশেষ কোর্সের যথা বাণিজ্য বিষয়ক, সরকারি ও সওদাগরি অফিসের কাজকর্ম পরিচালনা সংক্রান্ত, শিল্প সংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ট্রেড এবং নারীদের উপযুক্ত কাজকর্ম সংক্রান্ত বিষয় প্রবর্তন করা যেতে পারে। কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা যে কেবল চাকুরি করবে তাই নয়, তারা যাতে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে স্বাধীনভাবে ছোটো ছোটো ব্যবসা করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেও বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা 'নির্বাচন নীতি' গ্রহণ করা প্রয়োজন। যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরাই যেন উচ্চতর কারিগরি শিক্ষায় ব্রতী হয়। উচ্চতর শিক্ষার মানোন্নয়নের দিকে অবশ্যই লক্ষ দিতে হবে। পাঠ্যসূচিকে বহুমুখীকরণ, গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ 'ওয়ার্কশপ'- অভিজ্ঞতার উপরে গুরুত্ব প্রদান প্রভৃতি উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিছু কিছু নির্বাচিত পলিটেকনিকে ডিপ্লোমা-উত্তর কোর্সের প্রবর্তন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা হলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ লাভ করে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের ন্যায় কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য একটি পূর্ণ সংস্থা অবিলম্বে স্থাপনের সুপারিশও কমিশন করেছে।

❑ কৃষি-শিক্ষা (Agriculture Education) :

কৃষি-শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষণ, গবেষণা ও সম্প্রসারণ এই তিনটি বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দেওয়ার কথা কমিশন বিবেচনা করেছে। ভারতবর্ষকে বাঁচতে হলে কৃষির উপরেই নির্ভর করতে হবে। শিল্পের সম্প্রসারণও হবে কৃষিবিদ্যাকে নির্ভর করে। নতুন ভারতের আর্থিক বুনিয়াদ গঠনে কৃষিকে প্রথমে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে শিল্পোন্নয়নের প্রতিই বিশেষ লক্ষ দেওয়া হয়েছিল। তার ফলেই দেশ জুড়ে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। অথচ ভারতের মাটি মোটেই বন্ধ্যা নয়। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার সাহায্যে কৃষিবিদ্যাকে আয়ত্ত করে তার প্রয়োগ করতে পারলে ভারতে কখনও খাদ্যাভাব হতে পারে না বলেই মনে হয়। উপযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্নিয়ার প্রায় মরু অঞ্চলকে উর্বর ভূমিতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অন্যান্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে কৃষি-বিদ্যাকে স্থান দিলে ফল ভালো হতে পারে না বলে কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছে। তবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যদি গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার ভালো ব্যবস্থা থাকে তবে পরবর্তী স্তরে কৃষিবিদ্যা শেখার পথ প্রশস্ত হবে। কমিশনের মতে কতকগুলি জুনিয়র কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করলেও ভালো কাজ হবে না, তাতে শিক্ষার মানের অবনতি হবে। তবে প্রাথমিক স্তর থেকেই সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে কর্মভিত্তিক পাঠ্যসূচির প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে, সেই পাঠ্যসূচিতে কৃষির অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে কৃষি ব্যতীত ব্যবহারিক জীবনে আর কোনো কর্মের কথা চিন্তা করা যায় না। প্রাক-স্নাতক ও স্নাতক পর্যায়ে গ্রামীণ কর্মসূচির ব্যবস্থা থাকলে সেখানে কৃষি শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা মিলবে।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

মাধ্যমিকোত্তর স্তরে কিছু সংখ্যক কৃষি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট গড়ে তুলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে এই বিদ্যালয়গুলির কর্মসূচি সম্প্রসারিত করে কৃষি সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এসব বিদ্যালয়ে ধরনের পাঠ্যসূচির প্রবর্তন করা প্রয়োজন যে, এখানকার কোর্স শেষ করে সরাসরি সংস্থানের জন্য শিক্ষার্থী প্রস্তুত হতে পারে।

উচ্চতর শিক্ষার স্তরে কোঠারি কমিশন 'কৃষি-বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব করেছে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমটি হবে অত্যন্ত সম্প্রসারিত। কৃষি-ইঞ্জিনিয়ারিং জলসেচ, কৃষি-অর্থনীতি, ভূমি-সংরক্ষণ, ভূমি-বিজ্ঞান, খাদ্য-বিজ্ঞান, ভূমি-আইন সম্বন্ধীয় বিষয়ের শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা যেমন থাকবে তেমনই বিজ্ঞান, মানবিক বিদ্যা, গণ-স স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতিও সম্প্রসারিত পাঠ্যসূচিতে স্থান লাভ করবে।

ভাষা-সমস্যা, শিক্ষক-শিক্ষণ, শিক্ষার মূল্যায়ন সম্বন্ধেও কমিশনের সুপারিশগুলি খু গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গক্রমে এই সকল বিষয়ের উপরে আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হ

❖ ২.৩.১৩ শিক্ষা ও উৎপাদনশীলতা (Education and Productivity) :

বর্তমানে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে পৃথিবীর সর্বত্র উৎপাদনশীলতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট রয়েছে এবং মানবসম্পদের অভাব নেই। সুতরাং এই প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য মানবশক্তির উপযু পরিকল্পনার (Manpower planning) সবিশেষ প্রয়োজন। বৃত্তিমুখী শিক্ষার দ্বারা মানুষের যত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, দেশের উৎপাদনও তত বাড়বে এবং সমাজ ততই সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে।

ভারতবর্ষ একটি উন্নতিশীল দেশ। এর নানাবিধ সমস্যার মধ্যে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব অন্যতম। এইসব সমস্যার মোকাবিলা করতে হলে নিছক কেতাবি শিক্ষায় কাজ হবে না। তরুণদের শিক্ষাকে আজ বৃত্তিমুখী করে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক করতে হবে।

❑ উৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষাকে সংযুক্ত করার উপায় :

শিক্ষাকে উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত করার উপর কোঠারি কমিশন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে কমিশনের সুপারিশগুলি হল—

(i) বিজ্ঞানকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান উপাদান বলে গ্রহণ করতে হবে।

(ii) কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতাকে (Work experience) সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(iii) শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের চাহিদা মেটাতে শিক্ষাকে বিশেষত, মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করতে হবে।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

(iv) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন ও গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। উৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করতে হলে প্রথমেই দরকার হল পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষার সার্থক যোগসূত্র স্থাপন করা দরকার। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কিছু বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে আবার বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার সাধারণ কিছু উপাদান থাকবে, একটির থেকে আর একটিকে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না। পাঠক্রম নমনীয় (Flexible) এবং বহুমুখী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে টেকনিক্যাল স্কুল ও কারখানার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। তাই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কৃষিপ্রধান শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। এ সম্পর্কে কোঠারি কমিশন বলেছে, "Another programme which can bring education into closer relationship with productivity is to give a strong vocational bias to secondary education and to increase the emphasis on agriculture and technological education at the university stage." এর সঙ্গে কৃষি-বিদ্যালয় এবং কারিগরি বিদ্যা প্রশিক্ষণের বহু কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া উন্নততর উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করার জন্য উপযুক্ত গবেষণাকেন্দ্র (Research Centre) স্থাপন করতে হবে। তবে এসবই অর্থহীন হয়ে যাবে যদি উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব ঘটে। সুতরাং শিক্ষণপ্রাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষক যাতে তৈরি হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

শিক্ষাকে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক করতে হলে, শিক্ষার যাবতীয় সংস্থা, যথা—গৃহ, বিদ্যালয়, রাষ্ট্র, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং চাকুরির কেন্দ্রগুলিকে একযোগে কাজ করতে হবে। এইজন্য কোঠারি কমিশন সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা, কর্ম-অভিজ্ঞতা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। উপযুক্ত বৃত্তিশিক্ষার ফলে দেশের উৎপাদনশীলতা বাড়বে; জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে; দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব দূর হবে এবং সমাজ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে। এইজন্য একটি সুপরিকল্পিত বাস্তবমুখী বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মসূচির প্রয়োজন যা ব্যক্তিকে কর্মক্ষম করবে এবং শ্রমশক্তির যোগান ও চাহিদার মধ্যে অসামঞ্জস্য দূর করবে। যারা অনিচ্ছুক হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে উচ্চশিক্ষার পিছনে ছুটছে, বৃত্তিমূলক এই কর্মসূচি তাদের একটি বিকল্প পথেরও সন্ধান দেবে।

❖ ২.৩.১৪ শিক্ষা ও আধুনিকীকরণ (Education and Modernisation) :

আধুনিকীকরণ হল একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে পুরাতন চিরাচরিত ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে সমাজে অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে। মানুষ চাঁদে অবতরণ করেছে, বিদ্যুৎগতিতে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত আকাশ

পথে উড়ে যাচ্ছে, বহু সহস্র মাইল দূরের ঘটনা টেলিভিশনে প্রত্যক্ষ করছে। স্থান-কাল সে জয় করেছে। আজ শিল্পবাণিজ্যের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে এবং কৃষির ক্ষেত্রে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। **কোঠারি কমিশনের** মতে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের ফলেই প্রাচীন সমাজের সঙ্গে আধুনিক সমাজের বিপুল পার্থক্য ঘটে গেছে (The most distinctive feature of a modern society, in contrast with a traditional one, is its adoption of a science based technology'.)। বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং এর ফলে যে পরিবর্তন ঘটেছে তাকে মোটামুটিভাবে আধুনিকতা নামে আখ্যা দেওয়া যায়। (Science based technology has, other important implications for social and cultural life and its involves fundamental social and cultural changes which are broadly described as modernisation–Kothari Commission)। আধুনিকতার ফলে পুরাতন সামাজিক সংগঠন, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, জীবনের মান ও আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি সার্বিক পরিবর্তন ঘটে যায়। সমাজে যেসব জীর্ণ সংস্কার, মনোভাব ও লোকাচার একদিন গড়ে উঠেছিল তা ধীরে ধীরে পাল্টে যায়। আধুনিকতার ফলে নতুন নতুন সামাজিক সংস্থার সৃষ্টি হয়, জীবনাদর্শের পরিবর্তন ঘটে, এমনকি চিরাচরিত মানবিক সম্পর্কও (Human relationship) অপরিবর্তনীয় থাকে না। জ্ঞানের বিস্ফোরণ, দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন, দ্রুত অগ্রগতির চাহিদা ইত্যাদি আধুনিকতার জন্য দায়ী।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। আধুনিকতা ও প্রগতি বলতে স্বদেশের কৃষ্টি, মূল্যবোধ, আত্মসংযম, নীতি ও আধ্যাত্মিকতার সম্পূর্ণ বিসর্জন বোঝায় না। অনেকে প্রগতিশীল আধুনিক পাশ্চাত্য দেশগুলির অন্ধ অনুকরণকেই আধুনিকতা বলে মনে করেন। এ-সম্পর্কে **কোঠারি কমিশন (1964-66)** সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, 'Modernisation does not mean–least of all our national situation–a refusal to recognize the importance of or to inculcate necessary moral and spiritual value and self-discipline'.

দ্রুত অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তা : বর্তমানে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে জ্ঞানের প্রসার হচ্ছে। এর সঙ্গে তাল রেখে শিক্ষাকে এগিয়ে যেতে হবে। কমিশন বলেছে, 'One of the main tasks of education in a modern society is to keep pace with this advance in knowledge.'

আমাদের সামাজিক সংস্থাগুলির প্রকৃতি যেমন আধুনিকতার প্রভাবে পাল্টে যাচ্ছে, তেমনি আজ আধুনিকতার ঢেউ শিক্ষাপ্রাঙ্গণেও এসে লেগেছে। আধুনিকতার প্রভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা, শিক্ষার পাঠক্রম এবং শিক্ষণ পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এখন আর শুধু জ্ঞান অর্জনকে শিক্ষা বলে না। শিক্ষাকে বৃহত্তর জীবনের প্রস্তুতির একটি প্রক্রিয়া বলে মনে করা হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার; আধুনিকতা যেমন শিক্ষাব্যবস্থাকে পাল্টায়, শিক্ষাও তেমনই আধুনিকতাকে প্রভাবিত করে। আধুনিকতা সমাজে যেসব বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনে তাকে স্থায়ী করার জন্য শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য শিক্ষা যদি দেশের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তবে এই উদ্দেশ্য সফল হয় না। আধুনিকতার ফসল যদি সকলের মধ্যে উপযুক্তভাবে বণ্টন করা না হয়, যদি সর্বসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত না হয় তবে এ প্রগতিশীলতা নিরর্থক।

আর একটি কথা। অতীত কৃষ্টির সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা আধুনিকতা নয়। অতীত কৃষ্টির উপর দাঁড়িয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিয়ে আধুনিকতাকে স্বাগত জানাতে হবে। ভারতের সমৃদ্ধি ও আধুনিকতা গড়ে উঠবে তার সংস্কৃতির মধ্যে যে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা আছে তার উপর ভিত্তি করে। এইজন্য **কোঠারি কমিশন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছে**—'Modernisation must be based on the moral and spiritual values enshrined in its culture'.

যথার্থ আধুনিকীকরণে জন্য কমিশন কয়েকটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে। তা হল—

(i) প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের সংখ্যার হার বৃদ্ধি করতে হবে (বর্তমানে ২% হার থেকে ১০% বাড়াতে হবে)।

(ii) বিজ্ঞানশিক্ষা ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। গবেষণার মান উন্নত করতে হবে।

(iii) শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর স্বাধীনচিন্তা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, অনুসন্ধিৎসা বাড়ে এবং সে অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে পারে।

(iv) আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মান সন্তোষজনক নয়। তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমকক্ষ কয়েকটি উচ্চমানের বিশ্ববিদ্যালয় (Major Universities) স্থাপন করতে হবে।

❖ ২.৩.১৫ স্কুল জট (School Complex) :

স্কুল-জটের উদ্দেশ্য : কোঠারি কমিশনের ভূমিকাতে শিক্ষার ব্যবস্থার এক বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ("A drastic reconstruction, almost a revolution")। গতানুগতিকতা পরিত্যাগ করে শিক্ষা কমিশন শিক্ষার সর্বস্তরে যেসব অভিনব পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে তার মধ্যে স্কুল-জটের পরিকল্পনা অন্যতম। শিক্ষা কমিশন স্কুল-জট কী, এর কাজ কী হবে ইত্যাদি নিয়ে চার পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা করেছে।

স্কুল-জট গড়ে তোলার উদ্দেশ্য দুটি—(১) বিভিন্ন ধরনের স্কুলগুলির মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা (Isolation) রয়েছে তা দূর করা এবং (২) শিক্ষা বিভাগের হাতে যে ক্ষমতা রয়েছে তার কিছুটা বিকেন্দ্রীকরণ করা।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

"The objectives of introducting the school comple...
two; to break the isolation of schools... and to make a de...
of authority from the Department possible."

–Kothati Com...

শিক্ষার অগ্রগতিতে যেটা সবচেয়ে বড়ো বাধা বলে কমিশন মনে কর... শিক্ষার বিভিন্ন ধারাগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। নিদারুণভাবে অবহেলিত প্রা... শবদেহের উপর উচ্চশিক্ষার যেসব স্তম্ভ রচিত হয়েছে সেগুলি নিজ নিজ স্বা... কাজ করে চলেছে। ফলে শিক্ষকদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচীন বর্ণাশ্র... ধরেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিজেকে কুলীন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত বলে ম... মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সৃষ্টি করেছেন—ক্ষত্রিয় শ্রেণি। মাধ্যমিক শিক্ষকরা ... পর্যায়ভুক্ত। আর প্রাথমিক শিক্ষকেরা যেন শূদ্রের মতো অপাঙ্‌ক্তেয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ক্রমশ ঢালু হয়ে আস... বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এ ব্যাপারে অসংকোচে দায়ী করেন মহাবিদ্যালয়গুলিকে... মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ মনে করেন এর জন্য দায়ী মাধ্যমিক শিক্ষকগণ। মাধ্যমিক... অম্লানবদনে প্রাথমিক শিক্ষকগণের উপরেই এ দায়িত্ব চাপিয়ে নিশ্চিত থাকেন... পারস্পরিক দোষারোপের মাধ্যমে সমান্তরাল গতিতে বিভিন্ন শিক্ষাধারাগুলি এগিয়ে... ফলে একই উদ্দেশ্যে মিলেমিশে কেউ কাজ করার জন্য যোগাযোগ রক্ষা করতে... না। এ অবস্থায় একটি সাধারণ কর্মসূচির প্রয়োজন, যার মাধ্যমে সমগ্র শিক্ষাক্ষে... বাঁধুনির সৃষ্টি হবে এবং শিক্ষকসমাজ পারস্পরিক সান্নিধ্যের মধ্যে শিক্ষকতা বৃত্তিটি... যৌথবৃত্তি হিসেবে গড়ে তুলবেন। এই বাঁধুনির কাজটি যাতে সার্থকভাবে পূর্ণ... সেজন্য শিক্ষা কমিশন School Complex বা 'স্কুল-জট' বা 'স্কুল-জোট' গড়ে... পরামর্শ দিয়েছেন।

❑ **স্কুল-জট কী?**

স্কুল-জট গড়ে উঠবে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে তার পার্শ্বস্থ এ... অবস্থিত প্রাথমিক, বুনিয়াদি ও নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ে। এই মাধ্যমিক স্কু... যুক্ত থাকবে আবার পর্যায়ক্রমে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে।

মাধ্যমিক স্কুল-জট সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যা হবে ১০-২০টি মাত্র। মাধ্যমিক ও প্রা... বিদ্যালয়গুলির মধ্যে বন্ধন দুটি স্তরে হবে। প্রথম স্তরে একটি উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যা... সঙ্গে ৮-১০টি নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত হয়ে একটি জটের সৃষ্টি করবে। উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়গু... সম্প্রসারণের কাজ চলবে। উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে স...

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে। কমিটির উপর কমপ্লেক্সের শিক্ষা-সংক্রান্ত যাবতীয় পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে।

দ্বিতীয় দফায় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ৩-৪টি উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে উচ্চ ও নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি জট-যুক্ত যাবতীয় স্কুলের অগ্রগতির ব্যাপারে পরামর্শ দেবে, এইরূপ প্রতি জেলায় গঠিত স্কুল-জটগুলিকে শিক্ষাশরীরে এক একটি জীবন্ত কোশ হিসেবে ধরা চলে।

❑ **স্কুল-জটের কাজ** (Functions of School Complex) :

(i) সাধারণত বছরের প্রথম দিকে প্রতি বিদ্যালয়ে বাৎসরিক কর্মসূচি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এইসব কর্মসূচি অনায়াসে স্কুল-জটের মাধ্যমে করা যেতে পারে। বছরের প্রথমে জট-ভুক্ত শিক্ষকগণ মিলিত হয়ে সংস্থা যোজনার মোটামুটি নীতিগুলি নির্ধারণ করবেন এবং সেগুলির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সংস্থার বাৎসরিক পরিকল্পনা গঠিত হবে।

(ii) কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বহির্ভারতীয় সংস্থা থেকে (N.C.E.R.T. and U.N.E.S.C.O.) নানাবিধ শিক্ষাপকরণ রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরে আসে। এইসব উপকরণ প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অল্প বলে প্রত্যেক স্কুলকে পৃথকভাবে দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু এগুলি যদি স্কুল-জটের মাধ্যমে ব্যবহার করার সুযোগ থাকে তবে কাজ অনেক সহজ হয়। মূল্যবান একটি ফিল্ম প্রজেক্টরের কথাই ধরা যাক। এটি কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে দেওয়া হলে স্কুল-জটের অন্তর্ভুক্ত সকল স্কুলগুলিতে প্রোগ্রাম করে শিক্ষা সংক্রান্ত নানাবিধ ছবি দেখানো চলে।

(iii) বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদের বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রাথমিক স্কুলগুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার মতো না আছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, না আছে উপযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষক। এ দুটির অভাবই স্কুলের-জটের মাধ্যমে আংশিক পূরণ করা সম্ভব। প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রদের ছুটির দিনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পর্যবেক্ষণাগারে বিজ্ঞান শিক্ষাদান করা চলে। এ ব্যাপারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানশিক্ষক যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন।

(iv) অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শারীরবিদ্যা, শিল্প, সংগীত, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। স্কুল-জটের কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি তাদের এই ধরনের দক্ষ-শিক্ষক মাঝে মাঝে 'ধার' দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির যথেষ্ট উপকার সাধন করতে পারেন।

(v) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গুণগত মানোন্নয়নের জন্য স্কুল-জট স্থানীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক অথবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দক্ষ শিক্ষকের সাহায্যে নানা শিক্ষণীয় বিষয়ে 'সেমিনার', 'ওয়ার্কশপ' ইত্যাদি আয়োজন করতে পারে।

(vi) স্কুল-জট জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে পাঠক্রমের প্রয়োজনীয় কিছু পরিবর্তন করতে পারে।

(vii) স্কুল-জটভুক্ত শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার (Central Circulating Library) চালু করা যেতে পারে।

(viii) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। শিক্ষিকাদের কথা বাদ দিলেও শিক্ষকদের নানা কারণে ছুটি নেওয়া আবশ্যক হয়ে থাকে। ফলে স্কুল স্বাভাবিকভাবে চালনা সময় সময় কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষত যেসব স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা মাত্র একটি, সেখানে স্কুল বন্ধ রাখা ছাড়া উপায় থাকে না। এই অবস্থায় যদি প্রতি স্কুল-জট ২-১ জন অতিরিক্ত (Level Reserve) শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা হয় তবে স্কুলগুলির সমস্যা অনেকটা হাল্কা হয়।

উপরোক্ত কাজ ছাড়াও স্কুল-কমপ্লেক্স আরও কয়েকটি কাজ করতে পারে—

(i) বর্তমানে বিদ্যালয় পরিদর্শনের যে ব্যবস্থা রয়েছে, তা নানা কারণে মোটেই সন্তোষজনক নয়। স্কুল-জট তার নিজের এলাকায় দলগত পরিদর্শনের (Panel Inspection) দ্বারা এ অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন করতে সক্ষম। পরিদর্শনের দলটি স্কুল-জটের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, স্থানীয় অবর পরিদর্শক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অভিজ্ঞ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়ে গঠিত হতে পারে।

(ii) অনেক সময় দেখা গেছে পার্শ্বস্থ কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে নানা কারণে বনিবনার অভাব হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবেশী জনসাধারণের সঙ্গেও শিক্ষকদের সুসম্পর্কের অভাব দেখা দেয়। এইসব ক্ষেত্রে স্কুল-জট স্থানীয় শিক্ষক ও প্রতিবেশীদের নিয়ে অভিভাবক-শিক্ষক সংহতি গঠন করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বহু সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

(iii) শিক্ষা-সংক্রান্ত নানাবিধ গবেষণা, যথা—পরীক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, পাঠ্যসূচির সংস্কার, নতুন পাঠ্য বইয়ের মূল্যায়ন ইত্যাদি এই কমপ্লেক্সের অন্তর্গত বিদ্যালয়গুলিকে কেন্দ্র করে চালানো যায়।

(iv) শুধু শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারেই নয়, স্কুল-জট বিদ্যালয়ের খেলাধুলাও মাঝে মাঝে যৌথভাবে পরিচালনা করতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি হয়।

❑ স্কুল-জটের ত্রুটি (Problems of School Complex) :

স্কুল-জট গঠনে শিক্ষাক্ষেত্রে যে যথেষ্ট সুবিধা হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে স্কুল-জট গঠনে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

(i) স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ যদি খুব বেশি সংরক্ষণশীল হন ('educational conservations') তবে স্কুল-জটের শিক্ষকগণ স্বাধীনভাবে নতুন কিছু নিয়ে পরীক্ষা করার উৎসাহবোধ করবেন না।

(ii) স্কুল-জটের অন্তর্ভুক্ত স্কুলগুলির সংখ্যা খুব কম হলে যেমন কাজের অসুবিধা হবে, তেমনই সংখ্যায় অতিরিক্ত হলে পরিচালনার অসুবিধা দেখা দেবে।

(iii) স্কুল-জটে শিক্ষকদের আলোচনাসভা ও শিক্ষকতাকালীন শিক্ষার (Inservice Education) জন্য এবং দলগত স্কুল পরিদর্শনের জন্য কিছু অর্থের প্রয়োজন হতে পারে।

আবার প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রদের জন্য যদি ছুটির সময় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় তবে তার জন্যও কিছু অর্থের দরকার। সুতরাং স্কুল জট গঠন করতে হলে কিছু অর্থের প্রয়োজন হবে। জেলা স্কুল কর্তৃপক্ষকে এই সামান্য ব্যয়ভারটুকু বহন করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন জেলায় স্কুল জট প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তরের সুস্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে পাঠানো দরকার।

মোট কথা, উপযুক্ত প্রস্তুতি ছাড়া স্কুল-জট প্রবর্তন সম্ভব নয়। তাই কমিশন প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতি রাজ্যে দু-একটি বাছাই করা জেলায় স্কুল-জট ব্যবস্থার প্রবর্তন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

শিক্ষা কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, যেমন—রাজস্থান, গুজরাট, তামিলনাড়ু প্রভৃতি স্থানে বহু স্কুল জট গঠিত হয়। এক তামিলনাড়ুতে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ১১৩টি স্কুল জট গঠিত হয়।

স্কুল-জট সংগঠনের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ অন্য প্রদেশগুলি থেকে খুব বেশি পিছনে থাকেনি। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে রাজ্যশিক্ষা সংস্থা (State Institute of Education) রাজ্যের প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে স্কুট-জট গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর পল্লীতে অশোকনগর বয়েজ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলকে কেন্দ্র করে ২২টি প্রাথমিক ও জুনিয়ার হাই স্কুল নিয়ে **অশোকনগর** স্কুল-জট গঠিত হয়। জট-ভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে দলগত পরিদর্শন (Panel Inspection), নতুন ধরনের প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ পরিচালনা, ফুটবল ও অন্যান্য খেলার প্রতিযোগিতার আয়োজন ইত্যাদিতে বিপুল উৎসাহে শিক্ষকগণ এগিয়ে আসেন এবং এখানকার স্কুল-জট গঠনে আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

❑ **শিক্ষক-শিখন প্রসঙ্গে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ** (Recomendation of Ko... Commission regarding Teacher's Training) :

কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণের সমস্যা ও তার সমাধানের উপর আলোকপাত করে ও শিক্ষক-শিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য নানা সুপারিশ করেছে।

স্বাধীনতা লাভের পরেও আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-কমিশন (১৯৪৮-৪৯), মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন (১৯৫২-৫৩) প্রত্যেকেই প্রচলিত শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এ ব্যাপারে তাদের মূল্যবান সুপারিশগুলিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার কোনো প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত করা হয়নি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষাপ্রবাহ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দৈনন্দিন সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। তাছাড়া অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মান হয় মাঝারি বা খুব নীচু প্রকৃতির। এইসব প্রতিষ্ঠানে সুযোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে এবং এখানে বাস্তবতা বর্জিত পাঠক্রম ও গতানুগতিক কর্মসূচি অনুসরণ করা হয়। এইজন্য কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য সুপারিশ করেছে।

✪ **শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা ও বিচ্ছিন্নতা এবং এর প্রতিকার** (Removing the isolation of teacher-education) :

কমিশনের মতে বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তা দূর করতে হবে। কমিশন তিন প্রকার বিচ্ছিন্নতার কথা উল্লেখ করেছে। এগুলি হল—

(i) **বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা ধারা থেকে বিচ্ছিন্নতা :** বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা রয়েছে তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সাধারণ ধারা থেকে এটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং নিতান্ত অবহেলিত হবে।

এই বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য কমিশন শিক্ষাকে সমাজ বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দানের সুপারিশ করেছে এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা বিজ্ঞানকে ইলেকটিভ বিষয় হিসেবে চালু করার নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া শিক্ষাবিজ্ঞানে দু' বছরের M.A. ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় স্তরেই শিক্ষাদানের অনুশীলন বাধ্যতামূলক করতে হবে। নির্বাচিত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ গবেষণা প্রভৃতি পরিচালনা করার জন্য একটি শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করতে হবে।

(ii) **শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়ের বিচ্ছিন্নতা :** কমিশনের মতে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে বিদ্যালয়গুলির যোগাযোগ নেই। ফলে বিদ্যালয়ের প্রয়োজন, চাহিদা, সমস্যা ও পঠনপাঠন সম্পর্কে ধারণা ছাড়াই শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ কার্য চলে।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

বিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির এই বিচ্ছিন্নতা দূর করতে হলে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়গুলিকে বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা, উন্নত শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করতে হবে। এই কাজের জন্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি সম্প্রসারিত বিভাগ (Extension Department) থাকবে। এই বিভাগের কাজকর্মের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে একটি করে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী সংঘ গড়ে তুলতে হবে। মাঝেমাঝে এই সংঘে সম্মেলন আহ্বান করে সেখানে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া সাধারণভাবে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতে হবে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য আরেকটি পন্থা হল প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের কোনো বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করা ও তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করা। এর জন্য শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক এমন কতকগুলি বিদ্যালয় নির্বাচন করতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের দ্বারা এই কাজে উৎসাহিত করতে হবে। সহযোগী স্কুল ও শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষক বিনিময় ব্যবস্থা হলে ভালো হয়।

(iii) **শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা :** বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যোগাযোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধীরে ধীরে কলেজের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ সাধন করতে হবে। এদের বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য দৈহিক শিক্ষা, হস্তশিল্প শিক্ষা, কলাবিদ্যা শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের যে বিদ্যালয় আছে সেগুলিকে সামগ্রিক শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে একই সঙ্গে কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করা খুবই ব্যয় সাপেক্ষ বলে কমিশন বর্তমানে তিনটি পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেছিল। যথা—

(i) Comprehensive college স্থাপন করে এখানে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

(ii) ১৫-২০ বছরের মধ্যে প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে কলেজ স্তরে উন্নীত করতে হবে।

(iii) প্রতি রাজ্যে steap board of teacher education প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই বোর্ডের কাজ হবে শিক্ষাবিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করা।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়ন (Improving the quality of teacher-education) : কমিশনের মতে শিক্ষক-শিক্ষণ মানের যথেষ্ট উন্নতি করতে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার গুণগত উন্নতির জন্য কমিশন কয়েকটি মূলনীতির সুপারিশ করে। এই সুপারিশগুলি হল—

(i) পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

(ii) বৃত্তিমূলক পাঠের উন্নয়ন করতে হবে।

(iii) শিক্ষা পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

(iv) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হবে।

(v) বিশেষ পাঠস্তর ও কর্মসূচির উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

(vi) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

(vii) কমিশনের মতে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের স্থায়িত্ব হবে দুই বছর। মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের স্থায়িত্বও দুই বছর হওয়া উচিত। তবে অর্থনৈতিক কারণে যতদিন তা সম্ভব না হয় ততদিন এক বছর হবে এবং শিক্ষাবর্ষের কাজের দিন ১৮০-১৯০ থেকে বাড়িয়ে ২৩০ দিন করা যেতে পারে।

(viii) শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রমে সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমন্বয় করার চেষ্টা করতে হবে।

(ix) ভারতীয় পটভূমিতে কীভাবে শিক্ষক-শিক্ষণের মান উন্নয়ন করা যায় তার জন্য গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে।

(x) শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে পড়াশোনা ও আলোচনার অধিকতর সুযোগ দিতে হবে।

(xi) পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের দ্বারা শিক্ষণ অনুশীলন এবং তথ্যমূলক ও প্রয়োগমূলক শিক্ষার নিয়মিত অভ্যন্তরীণ পরিমাপের ব্যবস্থা করতে হবে।

(xii) শিক্ষণ অনুশীলনের উন্নতির জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন Demostration School স্থাপন করতে হবে।

(xiii) শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের দায়িত্ব যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রম ও কর্মসূচি নতুন করে প্রণয়ন করতে হবে।

(xiv) প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

কর্মরত শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের জন্য দক্ষ শিক্ষণের ব্যবস্থা (Inservice training for School Teacher) : বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক সংগঠনগুলি বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য 'Inservice Training'-এর ব্যবস্থা করবে। শিক্ষকরা

যাতে প্রত্যেক পাঁচ বছর চাকুরির পর ২-৩ মাসের Inservice Training পেতে ...ন্নয়ন ব্যবস্থা করতে হবে।

❖ **২.৩.১৬ কোঠারি কমিশনের সুপারিশের প্রাথমিক পর্যায়ের ফলশ্রুতি** (Initial Impact of Recommendations of Kothari Commission) :

কমিশনের রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুলাই তারিখে ভারত সরকার সর্বপ্রথম একটি শিক্ষাসংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে—

(i) সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্তন অপরিহার্য।

(ii) সর্বস্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন বৃদ্ধি, সামাজিক স্তরের উচ্চপর্যায়ে তাঁদের স্বীকৃতি দান এবং আধুনিক শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা।

(iii) ত্রি-ভাষা সূত্রের প্রবর্তন এবং আঞ্চলিক ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন।

(iv) বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান।

(v) কৃষি ও শিল্প-শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক ভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

(vi) বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের গুণগত মান উন্নয়ন এবং অতি অল্পমূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ।

(vii) জাতীয় আয়ের কমপক্ষে ছয় শতাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয়।

(viii) কর্ম-প্রকল্প এবং জাতীয় সেবাকর্মের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান।

উল্লিখিত সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে সকল ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শিক্ষা সম্পর্কিত একটি কার্যকরী সংস্থা (Working Group of Education) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাটির কাজ হল জাতীয় আয়ের একটি বড়ো অংশকে শিক্ষাপ্রকল্প রূপায়ণে নিয়োজিত করা। কার্যকরী সংস্থার সদস্যবৃন্দ প্রত্যেকেই ছিলেন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, তাঁরা সকলেই মনে করতেন যে, ভারতীয় অর্থনীতি এবং সামাজিক উন্নতি একমাত্র শিক্ষার সফল রূপায়ণের উপরেই নির্ভরশীল। প্রত্যেকটি ভারতীয় নাগরিকের জীবনযাত্রার উন্নতি সাধন করতে পারলেই ভারতীয় অর্থনীতিতে নতুন জীবন ফিরে আসবে। ভারতবাসীর উন্নতির জন্য যেসকল জাতীয় প্রকল্প গৃহীত হয়েছে সেই সকল প্রকল্পের উন্নতি নির্ভর করবে শিক্ষা-প্রকল্পের সাফল্যের উপরে।

এই মৌলিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য শিক্ষা-প্রকল্পসমূহকে রূপায়িত করতে নতুন কর্ম-উদ্যোগ প্রয়োজন—

(i) সকল ভারতবাসীকে শিক্ষায় সমান সুযোগ দান, শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষসাধন, সর্বস্তরের ভারতবাসীর সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সমান অংশগ্রহণ।

ভারতের প্রত্যেকটি যুবকযুবতী এবং পূর্ণবয়স্ক নাগরিকদের এক সুষম জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হওয়ার সর্বপ্রকার সুযোগ দান।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

(ii) শিক্ষা হবে সমগ্র জীবনব্যাপী। দৈহিক, মানসিক এবং সাংস্কৃতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী সমাজের পরিবর্তনসাধনে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাবে।

(iii) শিক্ষা ও কর্ম সংস্থানের মধ্যে সংগতি রক্ষা করতে হবে। ভারতে একজনও শিক্ষিত বেকার থাকবে না। এই ব্যবস্থা ফলপ্রসূ করতে না পারলে ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজনীতি কখনোই সুস্থ পরিবেশে গড়ে উঠতে পারবে না।

(iv) শিক্ষা-প্রকল্পসমূহের সফল রূপায়ণ ব্যতীত ভারতে গণতন্ত্র, জাতীয় সংহতি, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও শ্রমের মর্যাদাদান কখনোই সফল হতে পারবে না।

কার্যকরী সংস্থার এই মৌলিক লক্ষ্যগুলি সামনে রেখে ভারতের ষষ্ঠ পরিকল্পনায় শিক্ষা-প্রকল্প রচিত হয়েছে।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz